Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলাম ও আমাদের জীবন

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আমেনা বাছেত

রোলঃ 228022217

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলাম ও আমাদের জীবন

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আমেনা বাছেত

রোলঃ 228022217

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ্ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলাম ও আমাদের জীবন " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আমেনা বাছেত, আইডিঃ 228022217 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলাম ও আমাদের জীবন " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

আমেনা বাছেত

আইডিঃ 228022217

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি আমাকে এই গবেষণাপত্র সম্পন্ন করার তাওফীক দিয়েছেন। দরুদ ও সালাম প্রিয় নবী মুহাম্মদ ﷺ, তাঁর পরিবার ও সাহাবায়ে কেরামের প্রতি—যাঁদের আদর্শ আমাদের জীবনের পাথেয়।

এই গবেষণার সফল বাস্তবায়নে আমাকে সাহায্য করেছেন অনেক প্রিয়জন ও শুভানুধ্যায়ী। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি **ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা (IOM)**-এর সম্মানিত **উস্তাদগণ** ও **রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট**-এর সদস্যদের, যাঁদের দিকনির্দেশনা, তত্ত্বাবধান এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতায় এই গবেষণাপত্রের পূর্ণতা এসেছে। তাঁদের আন্তরিক সহায়তা ও পেশাদারিত্বের জন্য আমি চিরকাল কৃতজ্ঞ।

আমার **স্বামী**—যিনি তাঁর ব্যস্ততার মাঝে আমাকে সময় দিয়েছেন, পরামর্শ ও সহানুভূতির মাধ্যমে সহযোগিতা করেছেন, তাঁর প্রতি আমি গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমার **বড় মেয়ে** এবং তাঁর স্বামী, ইমামতি এবং কলেজে পাঠাদানের ব্যস্ততা সত্ত্বেও—তাঁরা গবেষণার বিভিন্ন অংশে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ও সহায়তা দিয়েছেন।

আমার **ছোট মেয়ে**—যিনি এই গবেষণাপত্রে গুগল ডকসের লেখালেখির কাজগুলো সম্পন্ন করেছেন, তাঁর অবদানকে আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি।

এছাড়া, আমার **বড় ছেলে**—মদিনায় পড়াশোনার পাশাপাশি যিনি গবেষণার মূল কাজের পাশাপাশি ফরম্যাটিং, রেফারেন্স গুছিয়ে দেওয়া এবং নানান ধরনের সহযোগিতা করেছেন—তাঁর সহায়তা ছাড়া এই গবেষণাটি এতটা পরিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হতো না। তাঁর সাহায্য ও সহানুভূতির জন্য আমি চিরকাল কৃতজ্ঞ।

আমার **মেঝো ছেলে** এবং **ছোট ছেলে**—তাঁরাও পারিপার্শ্বিক সহায়তা প্রদান করেছেন এবং মানসিকভাবে আমাকে সহায়তা করেছেন, যা আমার কাজের গতিকে ত্বরান্বিত করেছে।

অতএব, আমি আল্লাহর দরবারে দো'আ করছি যেন তিনি এই সকল সহায়তাকারীদের উত্তম প্রতিদান দেন এবং আমাদের পরিবারে তাঁর রহমত বর্ষিত হয়—**আমীন।**

সূচীপত্র

১. ভূমিকা 8
১.১ গবেষণার প্রেক্ষাপট 8
১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব 8
১.৩ গবেষণার পরিধি ও সীমাবদ্ধতা 9
১.৪ গবেষণার পদ্ধতি 9
২. ইসলামের সংজ্ঞা ও মূলনীতি 10
২.১ ইসলাম শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি 10
২.২ ইসলামের মূল আকীদা ও বিশ্বাস 11
২.৩ ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ 12
২.৪ কুরআন ও হাদীসের ভূমিকা 22
৩. ইসলাম ও ব্যক্তি জীবন 25
৩.১ আকীদাহ ও চরিত্র গঠনে ইসলামের প্রভাব 25
৩.২ নামাজ, রোজা, যাকাত ও হজের ব্যক্তিগত তাৎপর্য 26
৩.৩ দৈনন্দিন জীবনে সুন্নাহর অনুশীলন 27
৩.৪ সময় ব্যবস্থাপনায় ইসলামের নির্দেশনা 29
৪. ইসলাম ও পারিবারিক জীবন 30
৪.১ পরিবার প্রতিষ্ঠায় ইসলামের ভূমিকা 31
৪.২ দাম্পত্য জীবনে পারস্পরিক অধিকার ও দায়িত্ব 33
৪.৩ সন্তান প্রতিপালন ও ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব 35
৪.৪ পরিবারে শান্তি ও স্থিতিশীলতার পথনির্দেশ 37
৫. ইসলাম ও সামাজিক জীবন 39
৫.১ সমাজে ন্যায়বিচার ও মানবাধিকার 40
৫.২ প্রতিবেশী ও দরিদ্রের হক 40

৫.৩ সামাজিক ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যবাদ 41

৫.৪ সমাজবিরোধী কার্য: ব্যভিচার, সুদ, ঘুষ নিষিদ্ধকরণ 42

৬. ইসলাম ও অর্থনীতি..43

৬.১ সদকার উপকারিতা: 44

৬.২ দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা: 44

৬.৩ সুদের নিষিদ্ধকরণ ও ইসলামী ব্যাংকিং...44

৬.৪ ইসলামী ব্যাংকিং:...45

৭. ইসলাম ও রাজনীতি 45

৭.১ ইসলামে নেতৃত্ব ও শাসনের ধারণা 46

৭.২ খেলাফত ও আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা: তুলনামূলক বিশ্লেষণ..46

৭.৩ ইসলামি শাসন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ও চ্যালেঞ্জ 47

৭.৪ রাজনৈতিক নৈতিকতা ও দায়িত্ব 47

৮. ইসলাম ও বিজ্ঞান 48

৮.১ কুরআনে বিজ্ঞান সম্পর্কিত দিকনির্দেশনা 49

৮.২ মুসলিম বিজ্ঞানীদের অবদান 50

৮.৩ আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে ইসলামের সামঞ্জস্য...51

৮.৪ পরিবেশ রক্ষা ও বিজ্ঞান চর্চায় ইসলামের উৎসাহ 51

৯. ইসলাম ও আধুনিক জীবন...53

৯.১ আধুনিক প্রযুক্তি ও ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি..53

৯.২ মিডিয়া ও বিনোদনে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি 53

৯.৩ নারী অধিকার ও ইসলাম..53

৯.৪ বিশ্বায়ন ও ইসলাম 54

১. ভূমিকা

১.১ গবেষণার প্রেক্ষাপট

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা, যা মানুষের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত পথনির্দেশনা। এটি শুধু কিছু ইবাদতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং মানবজীবনের প্রতিটি দিক—ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক—সব ক্ষেত্রেই দিকনির্দেশনা প্রদান করে। বর্তমান যুগে যখন মানুষ নৈতিক অবক্ষয়, সামাজিক অব্যবস্থা এবং আত্মিক শূন্যতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তখন ইসলামকে নতুনভাবে বুঝা ও গ্রহণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।
আধুনিক সভ্যতার চমকপ্রদ অগ্রগতি মানুষের বাহ্যিক উন্নয়ন ঘটালেও, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক দিক থেকে মানুষ ক্রমেই দূর্বল হয়ে পড়েছে। এই পটভূমিতে, 'ইসলাম ও আমাদের জীবন' শীর্ষক এই গবেষণার উদ্দেশ্য হলো—ইসলামের সার্বিক দিকগুলো তুলে ধরা এবং তা বর্তমান বাস্তবতায় কীভাবে প্রাসঙ্গিক ও কার্যকর, তা বিশ্লেষণ করা।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব

গবেষণার উদ্দেশ্য:

- ইসলামের মৌলিক দিকগুলো ব্যক্তিজীবন, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সাথে কীভাবে সম্পর্কযুক্ত, তা উপস্থাপন করা।
- কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করা।
- আধুনিক যুগে ইসলামের প্রাসঙ্গিকতা ও বাস্তব প্রয়োগযোগ্যতা তুলে ধরা।

গবেষণার গুরুত্ব:

- বর্তমান প্রজন্মের মাঝে ইসলামের প্রতি সচেতনতা ও উৎসাহ সৃষ্টি করা।
- সমাজে প্রচলিত কিছু ভ্রান্ত ধারা বা সংস্কার সম্পর্কে সঠিক ধারণা প্রদান করা।
- দাওয়াহর ছাত্র হিসেবে বাস্তব জীবনে ইসলামী শিক্ষা কীভাবে বাস্তবায়ন করা যায়, তার প্রস্তাবনা উপস্থাপন করা।

এই গবেষণাপত্রটি ইসলামী অনলাইন মাদ্রাসা কর্তৃক পরিচালিত "ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ" কোর্সের অংশ হিসেবে তৈরি, যা একদিকে একাডেমিক অনুশীলন, অন্যদিকে দাওয়াহমূলক সচেতনতার বিকাশ ঘটাবে বলে প্রত্যাশা করা হয়।

১.৩ গবেষণার পরিধি ও সীমাবদ্ধতা

এই গবেষণায় ইসলাম ও জীবনের বহুমাত্রিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে বিষয়টি ব্যাপক হওয়ায় নির্দিষ্ট কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিকের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, যেমন: ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক নীতি, অর্থনৈতিক ন্যায়নীতি, রাজনীতি, বিজ্ঞান ও আধুনিক বাস্তবতা।

সীমাবদ্ধতা:

- গবেষণা মূলত তাত্ত্বিক (theoretical) ভিত্তিক; কোনো ক্ষেত্রসমীক্ষা বা পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।
- তথ্যসূত্র প্রধানত প্রাচীন ও আধুনিক ইসলামী গ্রন্থ ও আলেমদের অভিমতের উপর নির্ভরশীল।

১.৪ গবেষণার পদ্ধতি

গবেষণায় ব্যবহার করা হয়েছে গুণগত (Qualitative) গবেষণা পদ্ধতি। তথ্য সংগ্রহের উৎস হিসেবে নিম্নোক্ত মাধ্যমসমূহ ব্যবহৃত হয়েছে:

- **প্রাথমিক উৎস:** মানবতার মুক্তির কুরআনুল কারীম এবং হাদীস
- **দ্বিতীয় উৎস:** তাফসীর, ফিকহ, নির্ভরযোগ্য ইসলামি গ্রন্থ ও সমসাময়িক ইসলামি চিন্তাবিদদের লেখা
- **বিশ্লেষণ পদ্ধতি:** বর্ণনামূলক, বিশ্লেষণধর্মী ও তুলনামূলক বিশ্লেষণ

প্রচলিত জীবনব্যবস্থার সঙ্গে ইসলামের নির্দেশনাগুলোর তুলনা করে বাস্তবমুখী ফলাফল উপস্থাপন করা হয়েছে, যা একদিকে শিক্ষাগত এবং অন্যদিকে দাওয়াহ কার্যক্রমে সহায়ক হতে পারে।

এই ভূমিকা অংশে আমরা গবেষণার প্রেক্ষাপট, উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব, পরিধি ও সীমাবদ্ধতা এবং গবেষণাপদ্ধতি সংক্ষেপে উপস্থাপন করেছি। পরবর্তী অধ্যায়সমূহে বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণ ও কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বিশদ আলোচনা উপস্থাপন করা হবে।

২. ইসলামের সংজ্ঞা ও মূলনীতি

২.১ ইসলাম শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি

“ইসলাম” শব্দটি এসেছে আরবি “س ل م” (সীন-লাম-মীম) মূল ধাতু থেকে, যার অর্থ শান্তি, নিরাপত্তা, আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য। পরিভাষাগত অর্থে, ইসলাম হল—আল্লাহ তাআলার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য, একত্ববাদে দৃঢ় বিশ্বাস, এবং তাঁর নির্ধারিত বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা। মহান আল্লাহ বলেন:

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

“নিশ্চয় আল্লাহর নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য জীবনব্যবস্থা হলো ইসলাম।”[1]

ইসলামের প্রকৃত উদ্দেশ্য মানুষকে তার রবের প্রতি আত্মসমর্পণে উদ্বুদ্ধ করা, এবং ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শান্তি, ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। ইসলামের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো-

ইসলামের লক্ষ্য কেবল ব্যক্তিগত ইবাদত-বন্দেগিতে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি একটি সামগ্রিক জীবনদর্শন যা মানুষের চিন্তা, কর্ম ও সমাজব্যবস্থাকে সুশৃঙ্খল করে। ইসলামের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো—

১. মানুষের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা,

২. ব্যক্তিজীবনে শান্তি ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা,

৩. সমাজে ন্যায়বিচার, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করা,

৪. এবং সর্বোপরি আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুযায়ী একটি সুন্দর ও ন্যায়ভিত্তিক বিশ্ব গঠন করা।

ইসলামের এই ব্যাপকতা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"الإسلامُ أنْ تَشْهَدَ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وأنَّ مُحَمَّدًا رسولُ اللهِ، وتُقِيمَ الصَّلاةَ، وتُؤْتِيَ الزَّكاةَ، وتَصُومَ رَمَضانَ، وتَحُجَّ البَيْتَ إنِ اسْتَطَعْتَ إلَيْهِ سَبِيلًا"

"ইসলাম হলো—তুমি এ সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর রাসূল; সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত দেবে, রমযানের রোযা রাখবে এবং সামর্থ্য থাকলে বাইতুল্লাহর হজ করবে।"[2]

---

[1] সূরা আলে ইমরান, ৩: ১৯

[2] সহীহ বুখারী: ১

২.২ ইসলামের মূল আকীদা ও বিশ্বাস

ইসলামের ভিত্তি ঈমান। ঈমান ছয়টি মূল বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত—যা কেবল ধর্মীয় বিশ্বাস নয়, বরং মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি, আচরণ ও চারিত্রিক অবয়ব নির্ধারণ করে।

أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ

"এটি হচ্ছে: আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, কিতাব, রাসূল, কিয়ামতের দিন এবং তাকদীর—ভাল-মন্দ উভয়ের প্রতি বিশ্বাস।"[3]

এই ছয়টি বিশ্বাসের বিস্তারিত ব্যাখ্যা:

১. **আল্লাহর প্রতি ঈমান:** আল্লাহ তাআলার একত্ববাদ (তাওহীদ), তাঁর নাম ও গুণাবলীর স্বীকৃতি।

২. **ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান:** তারা আল্লাহর আদেশ পালনকারী অদৃশ্য সৃষ্টি, যারা বিভিন্ন দায়িত্বে নিযুক্ত।

৩. **আসমানী কিতাবের প্রতি ঈমান:** তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল ও সর্বশেষ কুরআন—যা পূর্ববর্তী সকল কিতাবের সত্যায়নকারী।

৪. **রাসূলগণের প্রতি ঈমান:** আদম (আ.) থেকে মুহাম্মাদ ﷺ পর্যন্ত সকল নবীর প্রতি বিশ্বাস।

৫. **আখিরাতের প্রতি ঈমান:** মৃত্যু-পরবর্তী জীবন, হিসাব-নিকাশ, জান্নাত-জাহান্নামের বাস্তবতা।

৬. **তাকদীরের প্রতি ঈমান:** আল্লাহর জ্ঞান ও পরিকল্পনায় বিশ্বাস, যেখানে মানুষের ইখতিয়ারও স্বীকৃত।

এছাড়াও কুরআনে বারবার ঈমানের সাথে 'আমল' বা কার্যকলাপের সমন্বয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

"নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে..."[4]

---

[3] সহীহ মুসলিম: ৮

[4] সূরা আল-বাইয়্যিনাহ: ৭

২.৩ ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ

ইসলামের দৃশ্যমান ও মৌলিক কাঠামো গঠিত হয়েছে পাঁচটি স্তম্ভের মাধ্যমে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

"ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পাঁচটি বিষয়ের উপর... এরপর তিনি শাহাদাহ, সালাত, যাকাত, সাওম ও হজের কথা উল্লেখ করেন।"[5]

ক. শাহাদাহ (তাওহীদের সাক্ষ্য)

لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ ٱللَّهِ

"আল্লাহ ছাড়া কোনো হক্ক ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল।"

এই সাক্ষ্য শুধু মৌখিক উচ্চারণ নয়, বরং এটি অন্তরের গভীর থেকে আসা বিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ। এর মাধ্যমে মুসলমানের পরিচয় সূচিত হয়।

১. এই কালেমা ইসলামের মূল ভিত্তি

২. ঈমানের প্রথম স্তম্ভ

৩. মুসলমান ও কাফিরের মধ্যে পার্থক্যকারী চিহ্ন

৪. এটি শুধু মুখে উচ্চারণ নয়; বরং অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস, মুখে স্বীকারোক্তি এবং কর্মে প্রমাণের মাধ্যমে সম্পূর্ণ হয়।

কালেমার অর্থবহ দিকগুলো:

1. **توحيد الألوهية (উপাসনার তাওহীদ):**
   আল্লাহ ছাড়া কেউ ইলাহ (উপাস্য) নয়। তারই একমাত্র হক ইবাদাত পাওয়া।
2. **توحيد الربوبية (অধিপত্যের তাওহীদ):**
   আল্লাহই সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও মালিক।
3. **توحيد الأسماء والصفات (নাম ও গুণাবলির তাওহীদ):**
   আল্লাহর সুন্দর নাম ও গুণাবলিতে তিনি অনন্য ও তুলনাহীন।
4. **রিসালাতের স্বীকৃতি:**
   মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর প্রেরিত রাসূল – তার আনিত বিধান মানা বাধ্যতামূলক।

[5] সহিহ বুখারী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন নাম্বারঃ ৭, আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ৮

যুগে যুগে সকল নবী-রাসূলের কালেমা –

সকল নবী-রাসূলই তাওহীদের আহ্বান দিয়েছেন। কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত:

কুরআনের দলিল:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلطَّٰغُوتَ

"নিশ্চয়ই আমি প্রত্যেক জাতির নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করেছি, [বাণী ছিল]: 'আল্লাহর ইবাদাত করো এবং তাগুত (মিথ্যা উপাস্য) থেকে দূরে থাকো।"[6]

নূহ (আ.) বলেন:

يَا قَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ

"হে আমার কওম! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো। তার ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই।"[7]

হূদ (আ.) বলেন:

"হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তার ছাড়া তোমাদের কোনো ইলাহ নেই।"[8]

ঈসা (আ.) এর বাণী:

إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ ۚ هَٰذَا صِرَٰطٌ مُّسْتَقِيمٌ

"নিশ্চয়ই আল্লাহই আমার ও তোমাদের প্রভু; সুতরাং তাঁরই ইবাদত করো। এটাই সরল পথ।"[9]

সকল নবীর কালেমা এক – **তাওহীদের দাওয়াত**। তাদের ভাষা আলাদা হলেও বাণী ছিল একটাই: **"আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।"**

কালেমার দাওয়াত ও পদে পদে নির্যাতনের ইতিহাস

নবীদের ওপর জুলুম:

---

6 সূরা নাহল, ১৬:৩৬

7 সূরা আ'রাফ, ৭:৫৯

8 সূরা হূদ, ১১:৫০

9 সূরা আলে ইমরান, ৩:৫১

নূহ (আ.): ৯৫০ বছর দাওয়াত দিলেন, কিন্তু কওম উপহাস করত, বলত "তুমি তো মানুষ ছাড়া আর কিছু না।"

ইব্রাহিম (আ.): তাওহীদের দাওয়াতের কারণে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়।[10]

মূসা (আ.) ও ফেরাউন: তাওহীদের আহ্বান করলে ফেরাউন বলেন:

"আমি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ জানি না।"[11]

● **মুহাম্মাদ ﷺ এর দাওয়াত ও মক্কার জুলুম:**

- বিলাল (রা.)-কে গরম পাথরের নিচে রাখা হতো "আহাদ, আহাদ" বলার কারণে।
- খব্বাব (রা.)-এর পিঠে লোহা গরম করে রাখা হতো।
- ইয়াসির পরিবারকে নির্মমভাবে শহীদ করা হয়।
- রাসূল (সাঃ) নিজেও তায়েফে পাথরের আঘাত সহ্য করেছেন।
- রাসূল ﷺ নিজে হিজরত করতে বাধ্য হন ইত্যাদি।

খ. সালাত (নামায)

সালাত ইসলামের প্রধান ইবাদত, যা আল্লাহর সঙ্গে বান্দার সরাসরি সংযোগ স্থাপন করে। কুরআনে এসেছে:

وَأَقِمِ ٱلصَّلَاةَ إِنَّ ٱلصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ

"নামায অশ্লীলতা ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে।"[12]

সালাতের গুরুত্বের আরও কিছু দলিল

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: "মানুষ ও কুফরের মাঝে পার্থক্য হল সালাত।"[13]

হাদীস: "সালাত হচ্ছে ইসলামের স্তম্ভ। এটি যার ঠিক থাকবে, তার দ্বীনও ঠিক থাকবে।"[14]

সালাতের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য

---

[10] সূরা আম্বিয়া, ২১:৬৮

[11] সূরা কাসাস, ২৮:৩৮

[12] সূরা আনকাবূত, ২৯:৪৫

[13] *সহীহ মুসলিম: ৮২, আবু দাউদ: ৪৬৭৮*

[14] *তিরমিযী: ২৬১৬*

1. **আল্লাহর স্মরণ:** সালাত হচ্ছে এমন ইবাদত যা দিনে পাঁচবার আল্লাহর স্মরণ করিয়ে দেয়।

فَٱذۡكُرُونِيٓ أَذۡكُرۡكُمۡ–

"তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদের স্মরণ করব।"[15]

2. **পাপ থেকে বিরত রাখা:**
সালাত মুমিনকে অশ্লীলতা ও গুনাহ থেকে বিরত রাখে, যেমনটা পূর্বোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে।

3. **আখিরাতের মুক্তির চাবিকাঠি:**
"কেয়ামতের দিন বান্দার প্রথম হিসাব হবে সালাত নিয়ে।"[16]

সালাত কায়েম করার আহ্বান

কেবল সালাত আদায় নয়, বরং "**إِقَامَةُ الصَّلَاةِ**" অর্থাৎ সঠিকভাবে সালাত *কায়েম করা* হলো মুসলিম জীবনের মূল লক্ষ্য। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত:

- সময়মতো আদায় করা
- খুশু-খুযু সহকারে পড়া
- সুন্নাহ অনুযায়ী আদায় করা
- জামা'আতে (সমষ্টিতে) আদায় করা

সালাত কায়েমের জন্য নবীদের আহ্বান

প্রত্যেক নবীকেই সালাতের দিকে দাওয়াত দিতে বলা হয়েছে। যেমন:

ইব্রাহিম (আ.)-এর দোয়া:

"হে আমার রব! আমাকে ও আমার সন্তানদের সালাত কায়েমকারী কর।"[17]

মুসা (আ.)-কে আল্লাহ বলেন:

وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِيٓ

"আমার স্মরণে তুমি সালাত কায়েম কর।"[18]

---

15 *সূরা আল-বাকারা, ২: ১৫২*

16 *তিরমিযী: ৪১৩*

17 *সূরা ইবরাহীম, ১৪: ৪০*

18 *সূরা ত্বা-হা, ২০: ১৪*

নামায পরিত্যাগকারীর পরিণতি

فَخَلَفَ مِنۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُوا ٱلشَّهَوَٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا

"তাদের পরে এমন উত্তরসূরি এসেছে যারা সালাত নষ্ট করেছে এবং খেয়াল-খুশির অনুসরণ করেছে। তারা অচিরেই গোমরাহিতে পতিত হবে।"[19]

বাস্তব শিক্ষা ও দাওয়াতি দৃষ্টিকোণ

সালাত কেবল ব্যক্তিগত ইবাদত নয়, বরং এটি সমাজগঠন, আত্মশুদ্ধি ও আল্লাহভীতি সৃষ্টির এক কার্যকর মাধ্যম। দাওয়াতের ময়দানে সালাত কায়েমের গুরুত্ব অপরিসীম। যারা আল্লাহর পথে দাওয়াত দেয়, তাদের সালাত দৃঢ় হওয়া আবশ্যক। সালাতের মাধ্যমে তারা ধৈর্য অর্জন করে, আল্লাহর সাহায্য লাভ করে এবং ইবাদতের মাধ্যমে নেতৃত্বে আসীন হয়।

সালাত মুসলমানের ঈমানের প্রকাশ, আত্মশুদ্ধির মাধ্যম, এবং আল্লাহর সঙ্গে একান্ত যোগাযোগ। কোনো জাতি যদি চায় বিজয় ও মর্যাদা— তবে তাদের সালাতের প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করতে হবে। সালাত কায়েমই হবে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রথম সোপান।

৩. যাকাত

যাকাত মুসলিম সমাজে ধনী-গরিবের ব্যবধান কমাতে এবং সম্পদের সার্বজনীন প্রবাহ নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি সমাজে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার একটি হাতিয়ার।

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

"তোমরা সালাত কায়েম করো এবং যাকাত আদায় করো।"[20]

যাকাত শব্দটি আরবি "زكاة" থেকে এসেছে, যার অর্থ: পবিত্রতা, বৃদ্ধি ও বরকত। ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায়, যাকাত হল নির্দিষ্ট সম্পদের নির্দিষ্ট অংশ দরিদ্রদের মাঝে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বিতরণ করা। এটি ইসলামের পাঁচটি মূল স্তম্ভের একটি এবং ধনীদের ওপর ফরজ করা হয়েছে।

যাকাতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

---

[19] *সূরা মারইয়াম, ১৯: ৫৯*

[20] সূরা বাকারা, ২: ৪৩

1. **সম্পদের পবিত্রতা ও বরকত বৃদ্ধি:**

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا

"তাদের ধন-সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ করো, যা তাদেরকে পবিত্র করে এবং তাদের সম্পদকে পরিশুদ্ধ করে।"[21]

2. **সমাজে ধনী-গরিব বৈষম্য কমানো:** যাকাতের মাধ্যমে সমাজে ধনী-গরিবের ব্যবধান হ্রাস পায় এবং সম্পদের পুনর্বিন্যাস ঘটে।
3. **সামাজিক নিরাপত্তা ও সহমর্মিতা সৃষ্টি:** যাকাত হলো ইসলামী অর্থনীতির এমন এক সিস্টেম যা গরিব, মিসকিন, ঋণগ্রস্ত, পথচারীসহ ৮ শ্রেণির মানুষের সহায়তায় ব্যবহারযোগ্য।[22]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

"যে ব্যক্তি ধন-সম্পদ থাকা সত্ত্বেও যাকাত দেয় না, কিয়ামতের দিন তার মাল আগুনের পাতক্যে গলিয়ে গরম করে তার কপালে, দুই পাশ ও পিঠে দাগ দিয়ে দেওয়া হবে।"[23]

- অন্য হাদীসে বলা হয়:

"যাকাত সম্পদকে হ্রাস করে না।"[24]

---

[21] *সূরা আত-তাওবা, ৯: ১০৩*

[22] *সূরা আত-তাওবা, ৯: ৬০*

[23] *সহীহ মুসলিম: ৯৮৭*

[24] *তিরমিযী: ২৩৪২*

ইসলামী রাষ্ট্রে যাকাত ব্যবস্থা

খুলাফায়ে রাশেদীন যুগে যাকাত ছিল রাষ্ট্রীয়ভাবে আদায়যোগ্য বাধ্যতামূলক অর্থ, যা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে (বায়তুল মাল) জমা হতো এবং প্রাপ্যদের মাঝে বণ্টন হতো।

আবু বকর (রা.) বলেছেন: "যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহর সময়ে যাকাত দিত, এখন যদি তা থেকে বিরত থাকে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।"[25]

দাওয়াতি দৃষ্টিকোণ থেকে যাকাত

যাকাত কেবল অর্থ প্রদানের একটি বিধান নয়, এটি এক মহৎ দাওয়াতি ও সমাজ সংস্কারমূলক পদক্ষেপ। এটি দিয়ে:

- মুসলমানদের হৃদয়ে পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা জন্মে
- গরিবদের ঈমান দৃঢ় হয়
- দাওয়াতি কাজের জন্য অর্থনৈতিক ভিত্তি তৈরি হয়

আল্লাহর পথে দাওয়াত, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ইয়াতিমখানা, দারুল হাদীস, মসজিদ-মাদরাসা— এসব ক্ষেত্রেও যাকাত অর্থ ব্যয় করা যেতে পারে, যদি তা শরয়ি মানদণ্ডে সঠিকভাবে প্রাপ্যদের মাঝে হয়।

আজকের সমাজে যাকাতের ভূমিকা

আজকের মুসলিম সমাজে যাকাত একটি গুরুত্বপূর্ণ ইকোনমিক টুল, যার যথাযথ ব্যবহার হলে:

- দারিদ্র্য কমবে
- বেকারত্ব হ্রাস পাবে
- আত্মমর্যাদা ও স্বনির্ভরতা বৃদ্ধি পাবে
- দাওয়াতি কাজের জন্য আর্থিক স্বনির্ভরতা গড়ে ওঠবে।

যাকাত কেবল একটি ইবাদত নয়, বরং এটি ইসলামী অর্থনীতির ভিত্তি, সামাজিক নিরাপত্তার হাতিয়ার এবং দাওয়াতি কাজের জন্য একটি সুশৃঙ্খল ও নৈতিক আর্থিক ব্যবস্থা। মুসলমানদের উচিত যাকাতের মাধ্যমে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা। যাকাত ভিত্তিক অর্থব্যবস্থাই এ দেশের আপামর ভাগ্যের চাকা ঘুরাতে পারে। যাকাতই হতে পারে একমাত্র নতুন বন্দোবস্ত। একদিন এই দেশের আকাশে কালেমার পতাকা উড়বে। শাসন হবে কুরআনের

---

[25] *সহীহ বুখারি: ১৩৩৫*

বিধানে। সেই দিন মাইকে মাইকে ঘোষণা দিয়েও যাকাত গ্রহণ করার মতো দরিদ্র মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না। ইনশাআল্লাহ

৪. সাওম (রমযানের রোযা)

রমযানের রোযা মুসলমানকে আত্মশুদ্ধি ও তাকওয়ার প্রশিক্ষণ দেয়। কুরআন ঘোষণা করে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ... لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য রোযা ফরজ করা হয়েছে... যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন কর।"[26]

"যে ব্যক্তি ঈমানসহ ও সাওয়াবের আশায় রমযানের রোযা রাখবে, তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।"[27]

"আল্লাহ বলেন: রোযা শুধু আমার জন্য, এবং আমিই তার প্রতিদান দেবো।"[28]

রোযা এমন একটি ইবাদত যা দেখানো যায় না, এটি কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। তাই এর প্রতিদান সরাসরি আল্লাহ নিজে দেবেন।

তাকওয়ার প্রশিক্ষণ হিসেবে সাওম

রোযা মানুষকে নিয়ন্ত্রণ শেখায়—

- ক্ষুধার জ্বালা সইতে শিখায়
- গীবত, মিথ্যা, অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখে
- ধনীদের মধ্যে গরিবের কষ্টের অনুভূতি সৃষ্টি করে
- ভোগবাদী মনোভাবকে নিয়ন্ত্রণ করে

ইমাম ইবনু কাইয়্যিম (রহ.) বলেন:

"রোযা হলো অন্তরের ও শরীরের একসাথে চিকিৎসা।"[29]

রোযা কেবল আত্মশুদ্ধি নয়, বরং সমাজের জন্যও উপকারি। যেমন:

- **ঐক্য ও সংহতি:** সবাই একই সময় খায় না, একই সাথে ইফতার করে।

---

[26] সূরা আল-বাকারা, ২: ১৮৩

[27] *সহীহ বুখারী: ৩৮, সহীহ মুসলিম: ৭৬০*

[28] *সহীহ বুখারী: ১৯০৪*

[29] *জাদুল মাআদ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৫৮*

- **সহানুভূতি:** দরিদ্র মানুষের কষ্ট অনুভব করে যাকাত, ফিতরা, ইফতার বিতরণের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।
- **দাওয়াতি সম্ভাবনা:** রমযান মাসে মানুষ ধর্মের প্রতি বেশি মনোযোগী হয়; দাওয়াতের জন্য এ মাসে কাজ সহজ হয়।

সমকালীন উদাহরণ

1. **দক্ষিণ আফ্রিকায় রমযানের দাওয়াতি প্রভাব:**
   ২০২০ সালে কেপটাউনে রমযান উপলক্ষে "Share a Meal, Share Islam" ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে শত শত অমুসলিমকে ইফতার খাওয়ানো হয় এবং অনেকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হন।[30]
2. **বাংলাদেশের "ইফতার মাহফিল" সংস্কৃতি:**
   রমযানে বিভিন্ন স্থানে আয়োজিত দাওয়াতি ইফতার মাহফিলের মাধ্যমে বহু মানুষ ইসলামী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয় এবং সামাজিক পুনর্মিলন ঘটে।
3. **বিশ্বব্যাপী 'ফুড ব্যাংকিং' ও সাদাকাহ কার্যক্রম:**
   মুসলিম এনজিওগুলো রোযাকে কেন্দ্র করে খাদ্য বিতরণ, ফিতরা ও যাকাত দিয়ে বিশ্বজুড়ে গরিবদের পাশে দাঁড়ায়।[31]
4. **সম্প্রতি ঢাকা এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবিরের কার্যক্রম:**
   ২০২৫ সালের রমাদান মাসে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির ইফতার বিতরণ এবং মাহফিলে ঢাবি এবং চবি শিবিরের কার্যক্রম মুসলিম-অমুসলিম যেভাবে ভাগাভাগি করে খেয়েছে এবং ফেইসবুকের সুবাদে সেটা সবার নজর কেড়েছে।

রোযা না রাখার পরিণতি

"রোযা ভঙ্গকারী ব্যক্তি যদি শরয়ি ওযর ছাড়া রোযা না রাখে, তবে সে সারা বছর রোযা রেখেও সে দিনের ক্ষতিপূরণ দিতে পারবে না।"[32]

সাওম বা রমযানের রোযা ব্যক্তির আত্মশুদ্ধি, পারিবারিক ঐক্য, সামাজিক সংহতি এবং আল্লাহভীতিসম্পন্ন একটি সমাজ গঠনের জন্য অপরিহার্য। এটি এমন এক ইবাদত, যা মুসলিম উম্মাহকে আত্মিক ও সামাজিকভাবে প্রস্তুত করে তোলে আল্লাহর জমিনে তাঁর বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য।

---

30 *Islamic Relief Reports*

31 *Human Appeal, Helping Hand USA*

32 *সহীহ বুখারী, ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী*

৫. হজ

হজ হল ইসলামী ঐক্য, আত্মত্যাগ ও আল্লাহর প্রেমের চূড়ান্ত প্রকাশ। এটি সামর্থ্যবানদের জন্য একবার জীবনে ফরজ।

وَأَتِمُّواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ

"তোমরা আল্লাহর জন্য হজ ও উমরা সম্পন্ন করো।"[33]

وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

"আর মানুষের উপর আল্লাহর জন্য কা'বাগৃহে হজ করা ওয়াজিব, ঐ সব লোকদের জন্য যারা সেখানে পৌঁছার সামর্থ্য রাখে।"[34]

হাদীসের বর্ণনায় হজের গুরুত্ব:

"ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি: ... হজ পালন করা।"[35]

"যে ব্যক্তি হজ করে এবং অশ্লীল কথা ও গুনাহ থেকে বিরত থাকে, সে এমনভাবে ফিরে আসে যেন সদ্য মায়ের গর্ভ থেকে বের হয়েছে।"[36]

হজের তাৎপর্য:

1. **ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব:** হজ মুসলিম উম্মাহর সবচেয়ে বড় জমায়েত যেখানে কেবল ঈমান ও তাকওয়ার ভিত্তিতে সবাই সমান।
2. **আত্মত্যাগের শিক্ষা:** ইবরাহীম (আ.) ও ইসমাঈল (আ.)-এর ত্যাগকে স্মরণ করে মুসলমান আল্লাহর পথে আত্মনিয়োগের শপথ নেয়।
3. **আল্লাহর প্রেম ও আনুগত্যের পরীক্ষাস্থল:** হজের প্রতিটি রুকন আল্লাহর হুকুম পালন এবং নিজের 'আমি' কে বিলীন করার অনুশীলন।

ইতিহাস ও দাওয়াতি দৃষ্টিকোণ:

- হজ শুধু ইবাদত নয়, বরং এটি একটি **বিশ্বজনীন ইসলামী কনফারেন্স**।

---

33 সূরা আল-বাকারা, ২: ১৯৬

34 *সূরা আলে ইমরান, ৩: ৯৭*

35 *সহীহ বুখারী, হাদীস: ৮, সহীহ মুসলিম: ১৬*

36 *সহীহ বুখারী: ১৫২১*

- প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ﷺ **১০**ম হিজরীতে হজ করেন, যেটি "**বিদায়ী হজ**" নামে পরিচিত। এই হজে তিনি প্রায় এক লক্ষেরও বেশি সাহাবিকে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ দাওয়াত দিলেন এবং ঐতিহাসিক **বিদায়ী খুতবা** দিলেন।[37]
- সেই খুতবায় নবী ﷺ মানবাধিকার, নারী-পুরুষ সমান মর্যাদা, সুদ হারাম, বংশগৌরব পরিত্যাগ ইত্যাদি ঘোষণা দিয়ে একটি **আদর্শ সমাজের রূপরেখা** তুলে ধরেন।

সমকালীন উদাহরণ:

1. **হজ ও ইসলাম গ্রহন:** বহু অমুসলিম হজের সময় ইসলাম সম্পর্কে জানতে এসে ইসলাম গ্রহণ করে (Ex: মালিক ওয়েন, আমেরিকান প্রাক্তন চার্চ প্রিস্ট)।
2. **সাংবাদিকরা হজে এসে ইসলামমুখী হন:** বিভিন্ন দেশের সাংবাদিক ও গবেষক হজ কাভার করতে গিয়ে ইসলামের মহত্ত্বে বিমুগ্ধ হন।
3. **আন্তর্জাতিক ইসলামী সংলাপের ক্ষেত্র:** হজ মৌসুমে বিভিন্ন দেশের আলেমগণ, দাঈ ও রাষ্ট্রপ্রধানগণ পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হন ও মুসলিম উম্মাহর সমস্যা সমাধানে আলোচনা করেন।

হজ শুধু একটি ইবাদত নয়, বরং এটি আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কের নবায়ন, মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের সাক্ষ্য, আত্মার পবিত্রতা অর্জনের অন্যতম মাধ্যম। প্রতিটি হজযাত্রীর দায়িত্ব হলো হজের মূল শিক্ষা ফিরে গিয়ে নিজ সমাজে প্রতিষ্ঠা করা, যেন দুনিয়াতেই একটি আল্লাহভীরু সমাজ গড়ে ওঠে।

২.৪ কুরআন ও হাদীসের ভূমিকা

ইসলামী জীবনব্যবস্থার দুই প্রধান উৎস হলো—**আল-কুরআন** ও **আল-হাদীস**। এ দুটির উপরই ইসলামী শরীয়াহ, নীতিমালা, বিধান ও আদর্শিক কাঠামো প্রতিষ্ঠিত।

কুরআনের ভূমিকা:

আল-কুরআন হল আল্লাহর নাযিলকৃত চূড়ান্ত ও অব্যর্থ বাণী, যা সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে মানবতার সার্বজনীন হিদায়াত হিসেবে। এটি কেবল একটি ধর্মগ্রন্থ নয় বরং—

জীবনের দিকনির্দেশনা,

আইন ও বিধানের মূল উৎস,

[37] সহীহ মুসলিম: **১২১৮**

নৈতিকতা ও আখলাকের মানদণ্ড,
এবং **চিন্তাশীল সমাজ গঠনের পথপ্রদর্শক।**

আল-কুরআনের ভাষ্য:

هَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا ٱلْأَلْبَٰبِ

"এটি এক বরকতময় কিতাব, যা আমি নাযিল করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ গভীরভাবে চিন্তা করে এবং জ্ঞানীরা উপদেশ গ্রহণ করে।"[38]

কুরআনের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ:

- অবিকৃত ও চিরন্তন
- বিশ্বজনীনতা (رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ)
- সকল যুগ ও প্রেক্ষাপটের জন্য প্রযোজ্য
- মানব জীবনের সব দিক নির্দেশনা সংবলিত (আক্বীদা, ইবাদত, সামাজিকতা, অর্থনীতি, রাজনীতি)

হাদীসের ভূমিকা:

হাদীস হল নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর বাণী, কর্ম, অনুমোদন ও চারিত্রিক গুণাবলির দলিল। এটি কুরআনের ব্যাখ্যাকারী, প্রয়োগযোগ্য রূপ এবং কার্যকর বাস্তবতা। কুরআনের বহু আয়াতই হাদীস ব্যতীত সঠিকভাবে অনুধাবন বা বাস্তবায়ন করা যায় না।

---

[38] *সূরা ছাদ: ২৯*

রাসূল ﷺ বলেন:

"সতর্ক হও! আমাকে কুরআনের পাশাপাশি এর অনুরূপ আরেকটি জ্ঞান (হাদীস) দান করা হয়েছে।"[39]

আল্লাহ বলেন:

وَمَا آتَاكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا

"রাসূল তোমাদের যা দেন, তা গ্রহণ করো; আর যা থেকে নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাকো।"[40]

হাদীসের প্রয়োজনীয়তা:

- কুরআনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ (مثل الصلاة، الزكاة، الحج ইত্যাদি)
- নবী ﷺ-এর আদর্শিক অনুকরণ (উসওয়াতুন হাসানাহ)
- ইসলামী আইন প্রণয়নের উৎস (শরীয়াহ)

ইসলাম: কেবল একটি ধর্ম নয়, বরং একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা

ইসলাম শুধু কিছু আচার-অনুষ্ঠান বা ধর্মীয় রীতির সমষ্টি নয়; বরং এটি এমন একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা যা—

- তাওহীদে ভিত্তিশীল আকীদার মাধ্যমে আত্মার স্থিতি দেয়,
- পাঁচটি স্তম্ভের মাধ্যমে জীবনকে শৃঙ্খলিত করে,
- কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে ব্যক্তিজীবন থেকে রাষ্ট্রব্যবস্থা পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করে।

কুরআন ও হাদীস—এই দুই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েই গড়ে উঠেছে ইসলামি সভ্যতা ও জীবনব্যবস্থা। তাই একজন মুসলমানের কর্তব্য হলো:

- কুরআনকে জীবনবিধান হিসেবে গ্রহণ করা,
- হাদীসের আলোকে কুরআনের ব্যাখ্যা অনুধাবন করা,
- প্রতিদিনের জীবনে তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করা।

---

39 *সুনান আবু দাউদ: ৪৬০৪*

40 *সূরা আল-হাশর: ৭*

৩. ইসলাম ও ব্যক্তি জীবন

৩.১ আকীদাহ ও চরিত্র গঠনে ইসলামের প্রভাব

ইসলামে ব্যক্তিগত জীবনের ভিত্তি হলো সঠিক **আকীদাহ (বিশ্বাস)**। একজন মুসলমানের বিশ্বাস হতে হবে আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদে, তাঁর ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ, রাসূলগণ, পরকালের জীবন এবং তাকদীর—সবকিছুর উপর।

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا..

"তোমরা বলো, আমরা আল্লাহর প্রতি, এবং আমাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি ঈমান এনেছি..." [41]

এই বিশ্বাস একজন মানুষের চিন্তা, মনন, মূল্যবোধ এবং সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে। যার আকীদা বিশুদ্ধ, তার চরিত্রও বিশুদ্ধ হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

"আমি প্রেরিত হয়েছি উত্তম চরিত্র পরিপূর্ণ করার জন্য।"[42]

সুতরাং, আকীদাহ ও চরিত্র—এ দুটি ইসলামের বুনিয়াদী স্তম্ভ, যা ব্যক্তিকে আত্মশুদ্ধির পথে পরিচালিত করে।

একজন মুসলমানের ব্যক্তিজীবনের ভিত্তি হলো **সঠিক আকীদাহ** বা বিশ্বাস। ইসলামে বিশ্বাস শুধু একটি আধ্যাত্মিক অনুভূতি নয়, বরং এটি মানুষকে চিন্তা, মূল্যবোধ, এবং আচার-আচরণের দিক থেকে রূপান্তরিত করে।

আকীদাহ বলতে বোঝায়—আল্লাহ তাআলার একত্বে অটল বিশ্বাস, ফেরেশতা, আসমানী কিতাবসমূহ, নবী-রাসূলগণ, পরকাল, এবং তাকদীর—সবকিছুর উপর অকুণ্ঠ ঈমান।

আকীদার প্রভাব:

- আকীদা চিন্তার জগতে স্থিরতা ও দৃঢ়তা আনে।

---

[41] সূরা আল-বাকারা, ২: ১৩৬

[42] মুয়াত্তা মালিক, হাদীস: ১৬১৪

- এটি আত্মবিশ্বাস, দায়িত্ববোধ এবং আত্মসংযমের জন্ম দেয়।
- যার আকীদা বিশুদ্ধ, তার নৈতিকতা ও আচার-আচরণও বিশুদ্ধ হয়।

চরিত্র গঠনে ইসলামের গুরুত্ব: ইসলাম মানুষকে কেবল ঈমানদার হতে বলেনি, বরং ঈমানের আলোকে উত্তম চরিত্র ধারণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। কেননা, আকীদাহ তখনই পূর্ণতা পায়, যখন তা চারিত্রিক আচরণে প্রতিফলিত হয়।

আধুনিক গবেষণায়ও দেখা গেছে, যে সমাজে বিশ্বাস ও মূল্যবোধের ভিত্তি শক্ত, সেই সমাজেই নৈতিকতা ও দায়িত্ববোধ বেশি পরিলক্ষিত হয়।[43]

আকীদাহ ও **চরিত্র**—এই দুই ভিত্তির উপর একজন মুসলমানের ব্যক্তিজীবন গঠিত।
- আকীদা আত্মশুদ্ধির সূচনা করে
- চরিত্র সেই আকীদার ফলাফলকে সমাজে বাস্তব রূপ দেয়।

একজন মুমিনের জীবন হবে বিশ্বাস ও নৈতিকতায় পরিপূর্ণ; যা তাকে দুনিয়ার শান্তি এবং আখিরাতের মুক্তির পথে পরিচালিত করে।

৩.২ নামাজ, রোজা, যাকাত ও হজের ব্যক্তিগত তাৎপর্য

(ক) নামাজ:

নামাজ মুসলমানের জীবনকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে, পাপ-পঙ্কিলতা থেকে রক্ষা করে।

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكَرِ

“নিশ্চয়ই সালাত অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।” [44]

(খ) রোজা:

রোজা মানুষকে আত্মনিয়ন্ত্রণ শেখায়। কেবল বাহ্যিক না, অন্তরগত পরিশুদ্ধিও এর উদ্দেশ্য।

---

[43] Al-Ghazali’s *Ihya Ulum ad-Din*, Ibn Khaldun’s *Muqaddimah*

[44] সূরা আনকাবূত, ২৯: ৪৫

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করো।" [45]

(গ) যাকাত:

যাকাত শুধু আর্থিক দান নয়, এটি আত্মার পরিশুদ্ধি।

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

"তাদের সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ করো, যা তাদের পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করবে।" [46]

(ঘ) হজ:

হজ ব্যক্তির আত্মিক পরিশুদ্ধি ও আত্মত্যাগের শিক্ষালয়।

مَن حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَومِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

"যে ব্যক্তি হজ করে এবং অশ্লীলতা ও পাপ কাজ থেকে বিরত থাকে, সে এমনভাবে ফিরে আসে যেমন মা তাকে জন্ম দিয়েছিল।" [47]

৩.৩ দৈনন্দিন জীবনে সুন্নাহর অনুশীলন

সুন্নাহ মানে কেবল মসজিদভিত্তিক কিছু ইবাদত নয়, বরং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের জীবনের প্রতিটি দিকের জন্য বাস্তবিক ও মানবিক দিকনির্দেশনা রেখে গেছেন—যা একজন মুসলমানকে কেবল ইবাদতকারী নয়, বরং ভারসাম্যপূর্ণ, সচেতন ও আদর্শবান মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে।

আল্লাহ বলেন:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনে রয়েছে উত্তম আদর্শ।"[48]

সুন্নাহর প্রভাব ও ক্ষেত্রসমূহ:

ব্যক্তিগত জীবন:

- ঘুমানোর আগে ও পরে দোআ ও নিয়ম মেনে চলা
- ডান হাতে খাওয়া, খাবারে মিতাচার

[45] সূরা আল-বাকারা, ২: ১৮৩

[46] সূরা তাওবা, ৯: ১০৩

[47] সহিহ বুখারী: ১৫২১

[48] *সূরা আহযাব, ৩৩: ২১*

- পরিপাটি ও পরিচ্ছন্নতা—যেমন, দাঁত ব্রাশের জন্য মিসওয়াক ব্যবহার

পারিবারিক জীবন:

- স্ত্রীদের সঙ্গে সদাচরণ
- সন্তানদের প্রতি দায়িত্বশীলতা
- পারিবারিক আলোচনায় উত্তম ব্যবহার

সামাজিক সম্পর্ক:

- সালামের মাধ্যমে সামাজিক সম্পর্ক দৃঢ় করা
- দীন প্রচারে নম্রতা ও ধৈর্য
- প্রতিবেশীর হক আদায় করা

হাদীসে এসেছে:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

"তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে তার পরিবারের কাছে উত্তম। আর আমি তোমাদের মধ্যে আমার পরিবারের কাছে সবচেয়ে উত্তম।"[49]

সুন্নাহ একটি আত্মিক প্রশিক্ষণ:

প্রতিটি সুন্নাহ পালন ব্যক্তির অন্তর ও চরিত্রকে শুদ্ধ করে, তাকে আল্লাহর নৈকট্যে নিয়ে যায় এবং মানবিক গুণাবলির বিকাশ ঘটায়।

আধুনিক বাস্তবতায় প্রাসঙ্গিকতা:

আজকের দুনিয়ায় যখন মানসিক চাপ, অবিনয়, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা বৃদ্ধি পাচ্ছে—তখন সুন্নাহর অনুশীলন ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের জন্য কল্যাণের পথ খুলে দেয়।

সুন্নাহ মানে কেবল "ইবাদতের ফর্ম" নয়—বরং জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটিতে নবী ﷺ-এর আদর্শ অনুকরণ করা। এর ফলে একজন মুসলমানের চিন্তা, কাজ, ভাষা, খাদ্যাভ্যাস, চলাফেরা—সবকিছুতেই আল্লাহর সন্তুষ্টি ও বরকতের ছাপ পড়ে। ব্যক্তি ও সমাজে ইসলামিক মূল্যবোধ প্রোথিত হয় বাস্তবভাবে।

---

49 *তিরমিযী: ৩৮৯৫*

৩.৪ সময় ব্যবস্থাপনায় ইসলামের নির্দেশনা

ইসলাম সময়ের গুরুত্ব সম্পর্কে গভীরভাবে সচেতন করে তোলে। মহান আল্লাহ সময়ের কসম খেয়েছেন:

وَٱلْعَصْرِ • إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَفِى خُسْرٍ

"সময়ের কসম! নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।"[50]

রাসূল ﷺ বলেন:

نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ

"দুটি নিয়ামতের ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ ঠকে যায়—স্বাস্থ্য ও অবসর সময়।"[51]

মুসলিমকে সময়ের সদ্ব্যবহার করে জীবনকে পূর্ণতা দিতে বলা হয়েছে। পরিকল্পনা, অগ্রাধিকার, ইবাদত ও কাজের মধ্যে ভারসাম্যই ইসলামী সময় ব্যবস্থাপনার মূল।

ইসলামী দৃষ্টিতে সময় ব্যবস্থাপনার মূলনীতি:

১. পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্যবোধ:
ইসলামে যেকোনো কাজের আগে নিয়তের গুরুত্ব অপরিসীম। *"নিয়ত ছাড়া কোনো আমলই গ্রহণযোগ্য নয়।"* [52]
পরিকল্পনার মাধ্যমে একজন মুমিন তার সময়কে লক্ষ্যভিত্তিকভাবে ভাগ করে নেয়—ইবাদত, শিক্ষা, রিজিক অর্জন, পরিবার, সমাজসেবা ইত্যাদির জন্য।

২. অগ্রাধিকার নির্ধারণ (Tarteeb al-Awlawiyyat):
ইসলাম শেখায়—প্রথমে গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য কাজগুলো সম্পন্ন করতে হবে। যেমন: সালাতকে প্রথম অগ্রাধিকার, কারণ সময়মতো না পড়লে তা বাতিল হয়ে যায়।

৩. ইবাদতের মাধ্যমে সময়ের কাঠামো নির্ধারণ:

---

[50] সূরা আল-আসর, ১০৩: ১–২

[51] সহিহ বুখারী: ৬৪১২

[52] *সহীহ মুসলিম*

প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত মুসলিমের সময়কে ধারাবাহিকভাবে ভাগ করে দেয়। সকাল – ফজর, দুপুর – যোহর, বিকাল – আসর, সন্ধ্যা – মাগরিব, রাত – ঈশা। এটি জীবনের “ডেইলি রুটিন” গঠনের একটি স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি।

৪. আত্মমূল্যায়ন ও হিসাব:
হযরত উমর (রা.) বলতেন:
"হিসাব গ্রহণের আগে তোমরা নিজের হিসাব নাও।"
এটি সময় ব্যবস্থাপনায় আত্মসমালোচনার চর্চা ও ধারাবাহিক উন্নতির প্রতি উৎসাহ দেয়।

সমকালীন বাস্তবতা ও ইসলামিক চর্চা:
আজকের সময়ে সোশ্যাল মিডিয়া, প্রমোশনাল কনটেন্ট ও অব্যবস্থাপনায় সময়ের অপচয় ব্যাপক। একে রোধ করে একজন মুসলমান যদি ফজরের পর ২–৩ ঘন্টা প্রোডাক্টিভ কাজ, পড়াশোনা বা হিফজ-ইবাদতে ব্যয় করে, তাহলে সারাদিনের গুণগত মান বহুগুণে বেড়ে যায়।

গবেষণা বলে—সকালে সময় ব্যবস্থাপনার দক্ষতা ব্যক্তির মানসিক শান্তি ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতে সহায়ক।

ইসলামের সময় ব্যবস্থাপনা কেবল কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির পদ্ধতি নয়—এটি আত্মশুদ্ধি, দায়িত্ববোধ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে একটি জীবনচর্চা। সময়ের সদ্ব্যবহার ইসলামি চরিত্রের অন্যতম স্তম্ভ, যা একজন মুসলমানকে সুশৃঙ্খল, দায়িত্ববান এবং সফল মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে।

Productive Muslim বইটি আমাদের শিখায়—সময় ব্যবস্থাপনা কেবল একটি দক্ষতা নয়, বরং এটি একটি ঈমান-ভিত্তিক জীবনদর্শন। একজন প্রকৃত মুসলমান ইবাদত ও কর্মজীবনের ভারসাম্য বজায় রেখে প্রতিটি মুহূর্তকে অর্থবহ ও ফলপ্রসূ করে তোলে। তাই ইসলামী সময় ব্যবস্থাপনার মূলমন্ত্র হলো:
"Intention + Barakah + Structure = Success in Dunya & Akhirah"

৪. ইসলাম ও পারিবারিক জীবন

৪.১ পরিবার প্রতিষ্ঠায় ইসলামের ভূমিকা

ইসলাম মানব জীবনের প্রতিটি দিক যেমন নির্দেশ করে, ঠিক তেমনিভাবে পরিবার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা দিয়েছে। ইসলাম বিবাহকে কেবল সামাজিক চুক্তি হিসেবে নয়, বরং একটি **ইবাদত ও বরকতময় সম্পর্ক** হিসেবে গণ্য করে।

...وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

“আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি হলো, তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য জীবনসঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও...”[53]

পরিবার একটি ছোট্ট সমাজ। এই সমাজের ভিত্তি হলো **আল্লাহভীতি, পারস্পরিক সম্মান ও দায়িত্ববোধ**। একটি সুস্থ পরিবারই সুস্থ সমাজের ভিত্তি গড়ে তোলে।

পরিবার হলো সমাজের প্রথম ও ক্ষুদ্রতম একক। ইসলাম এই এককের ভিত্তি তৈরি করে তিনটি মূল উপাদানে:

1. **আল্লাহভীতি (Taqwa)**
2. **পারস্পরিক সম্মান ও সহানুভূতি**
3. **দায়িত্ববোধ ও ইনসাফ**

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي

“তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে তার পরিবারের কাছে উত্তম আচরণ করে। আর আমি আমার পরিবারের প্রতি উত্তম।”[54]

ইসলামী পরিবার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আমাদের "Spiritual Home Environment" তৈরি করার গুরুত্ব আরোপ করেন।

পারিবারিক বারকাহ্ কালচার গঠন:

---

[53] সূরা আর-রূম, ৩০: ২১

[54] *তিরমিযি: ৩৮৯৫*

একজন মুসলিম পরিবারের প্রতিটি কাজ—যেমন একসাথে খাওয়া, সময় দেওয়া, একে অপরকে ইসলামি মূল্যবোধ শেখানো—বারাকাহ্ আনতে পারে।
"Your family should be your Barakah Hub, not your stress center."[55]

আত্মিক বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া:
পরিবারের সদস্যদের সালাত, যিকর, ও সাপ্তাহিক পরিবার মজলিস বা কুরআন আলোচনার মাধ্যমে একটি আত্মিক বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে।

ফ্যামিলি প্রায়োরিটি বেইজড সময় ব্যবস্থাপনা
"Being productive is not being absent." অর্থাৎ ইসলামি দৃষ্টিকোণে একজন বাবা/মা নিজের সময়, দায়িত্ব ও পরিবারে উপস্থিতি সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রকৃত সফলতা অর্জন করে। পরিবারের সকল সদস্যের ক্যারিয়ার এর পাশাপাশি দ্বীনি পরিচর্যার জন্য আমাদের সময় বের করতে হবে।

পরিবার গঠনের ইসলামী উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য:

1. **সন্তানের ঈমান ও আদর্শ গঠন**
2. **আত্মশুদ্ধি ও চরিত্রবান প্রজন্ম সৃষ্টি**
3. **দুনিয়া ও আখিরাতে প্রশান্তিময় জীবন নিশ্চিত করা**

এক কথায়, পরিবার কেবল আবেগ নয়, বরং একটি আমানত—যা আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে পরিচালনা করা আবশ্যক।

ইসলাম পরিবারকে একটি 'ইবাদতের প্ল্যাটফর্ম' হিসেবে বিবেচনা করে—যেখানে দায়িত্বশীলতা, ভালোবাসা, দয়া, ও তাকওয়া থাকলে সেটি শুধু একটি সামাজিক ইউনিট নয়, বরং জান্নাতের এক টুকরো হয়ে ওঠে।

"A spiritually healthy home produces emotionally stable and productive believers."[56]

---

[55] *The Productive Muslim, Chapter 8*

[56] *The Productive Muslim, Chapter 8*

৪.২ দাম্পত্য জীবনে পারস্পরিক অধিকার ও দায়িত্ব

স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে সম্পর্ক হলো **সহযোগিতা, ভালোবাসা ও দায়িত্বের বন্ধন**। উভয়ের জন্যই নির্দিষ্ট অধিকার ও দায়িত্ব ইসলাম নির্ধারণ করে দিয়েছে:

وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ

"আর নারীদের জন্য রয়েছে ন্যায়ের ভিত্তিতে পুরুষদের সমান অধিকার।"[57]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে তার পরিবার-পরিজনের কাছে উত্তম; আর আমি তোমাদের মাঝে পরিবারে সবচেয়ে উত্তম।"[58]

এই হাদীসটি শুধু আচরণের নয়, বরং পরিবারকে 'প্রাধান্য' দেওয়ার সংস্কৃতির এক উচ্চতর মাপকাঠি নির্ধারণ করে দেয়।

নারীর প্রতি দয়া ও সম্মান, স্বামীর প্রতি আনুগত্য ও সহযোগিতা—এই পারস্পরিক আদর্শই শান্তিপূর্ণ দাম্পত্য জীবনের মূল চাবিকাঠি।

ইসলামে দাম্পত্য জীবন কেবল মানবিক চাহিদা পূরণের মাধ্যম নয়; এটি একটি আত্মিক, নৈতিক ও সামাজিক চুক্তি, যা সহযোগিতা, প্রেম-ভালোবাসা, এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির ভিত্তিতে গঠিত। এই সম্পর্ক এমন এক পারস্পরিক বন্ধন—যেখানে দুজন মানুষ একে অপরের জন্য দায়িত্বশীল হয়, এবং দুজনেই একে অপরের অধিকার রক্ষার জন্য দায়বদ্ধ থাকে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নারীর অধিকার ও দায়িত্বকে সমতাভিত্তিক ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিতে স্থাপন করেছেন—যেখানে neither dominance nor negligence is acceptable. বরং উভয়ের মাঝে ভারসাম্যই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মূলনীতি।

---

[57] সূরা আল-বাকারা, ২: ২২৮

[58] তিরমিজি: ৩৮৯৫

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক দায়িত্ব ও মানসিক ভারসাম্য

ইসলামী দৃষ্টিকোণে দাম্পত্য জীবন হলো একটি সত্তা, যেখানে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে 'লিডার' নয়, বরং 'পার্টনার'—যারা একে অপরকে জান্নাতের দিকে এগিয়ে নিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

আধুনিক ইসলামি প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ:

আজকের প্রেক্ষাপটে, যখন দাম্পত্য সম্পর্ক অনেকসময় দায়িত্বের ভারে ভেঙে পড়ে বা ইগোর সংঘাতে নষ্ট হয়ে যায়—তখন ইসলাম আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, এই সম্পর্কের ভিত্তি আত্মিক পরিপূর্ণতা, না যে কেবল বৈষয়িক আরাম বা রুটিন দায়িত্ব।

- একজন স্বামী বা স্ত্রী শুধু "Role Performer" নন, বরং তারা "Spiritual Companion"।
- দায়িত্ব পালন মানে কেবল আর্থিক বা দৈহিক চাহিদা নয়, বরং আত্মিক সহায়তা ও মানসিক সহমর্মিতা প্রদানও অন্যতম।
- দিনের কর্মব্যস্ততার মাঝে পরিবারকে intentional presence দেওয়া—এটাই সুন্নাহভিত্তিক ‘দাম্পত্য প্রোডাক্টিভিটি’।

পারস্পরিক অধিকার ও দায়িত্ব: কিছু মূলনীতি

বিষয়	স্বামীর প্রতি স্ত্রীর দায়িত্ব	স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দায়িত্ব
যোগাযোগ	সদ্ব্যবহার, আন্তরিকতা	শ্রদ্ধাশীল মনোভাব, মনোযোগ
নিরাপত্তা	বিশ্বস্ততা, ইজ্জত রক্ষা	নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক, সহযোগিতা
ভালোবাসা	আনুগত্য ও সহযোগিতা	দয়া, ভালোবাসা ও সহানুভূতি
আত্মিক উন্নয়ন	ইসলামী মূল্যবোধ রক্ষা	ইবাদতের পরিবেশ সৃষ্টি

দাম্পত্য সম্পর্ক তখনই পূর্ণতা পায়, যখন তা becomes a safe space—both emotionally and spiritually। ইসলাম এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি দেয়, যেখানে দাম্পত্য জীবন কেবল একটি চুক্তি নয়, বরং আত্মিক বন্ধন এবং দায়িত্বশীল সহচরিতার সুন্দরতম উদাহরণ।

“A righteous marriage is not two perfect people living without problems, but two flawed souls striving toward Allah together.”

৪.৩ সন্তান প্রতিপালন ও ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব

ইসলাম সন্তানের মাঝে ঈমান ও আদব গঠনের প্রতি সর্বপ্রথম গুরুত্ব দেয়। পিতামাতার প্রথম দায়িত্ব হলো, সন্তানকে আল্লাহভীরু, সৎ এবং দায়িত্বশীল করে গড়ে তোলা।

يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا
“হে ঈমানদারগণ! নিজেদের এবং তোমাদের পরিবারকে আগুন থেকে রক্ষা করো।”[59]

এই আয়াতে ‘তাকওয়ার শিক্ষা’ ও ‘আখিরাত-সচেতনতা’ পরিবারে শিক্ষা দেওয়ার বিষয়টি দ্ব্যর্থহীনভাবে আল্লাহর নির্দেশনা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।”[60]

এখানে পিতামাতার ভূমিকা শুধুমাত্র লালনপালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়—বরং সন্তানের নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও মানসিক উন্নয়নের জন্য সক্রিয় ‘মুরব্বি’ হিসেবে কাজ করার নির্দেশ রয়েছে। তাই সন্তানদের ইসলামী আদর্শে গড়ে তোলা কেবল একটি দায়িত্ব নয়, বরং তা একটি আমানত রক্ষার মতো।

সন্তান প্রতিপালন ইসলামে কেবল একটি পারিবারিক দায়িত্ব নয়, বরং তা একটি ঈমানদার সমাজ গঠনের মৌলিক ভিত্তি। এটি এমন একটি আমানত—যার মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবজাতিকে একটি পরবর্তী প্রজন্ম গঠনের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে।

সন্তানকে গড়ে তোলার প্রাথমিক দিকনির্দেশনা

ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে সন্তানের প্রথম শিক্ষা হলো **আখলাক ও আদব**—যা চরিত্র, আত্মশুদ্ধি ও দ্বীন বুঝার মজবুত ভিত্তি স্থাপন করে।

ইসলামী শিক্ষা ও মানসিক গঠনে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি

[59] সূরা তাহরীম, ৬৬: ৬

[60] সহিহ বুখারী: ৮৯৩

একজন শিশু তখনই প্রকৃত প্রোডাক্টিভ হতে পারে, যখন সে আত্মনিয়ন্ত্রণ (self-discipline), নিয়ত সংশোধন (intention purification), এবং দায়িত্বশীল আচরণ (responsible action) শিখে। এই গুণগুলো শিশুর মধ্যে বিকশিত হয়:

1. **তাওহীদভিত্তিক আত্মপরিচয়** গঠনের মাধ্যমে
2. **ইবাদতের নিয়মিত অভ্যাস** তৈরি করে
3. **আদর্শ মডেলিং**—অর্থাৎ পিতামাতার আচরণের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়ে

সন্তান যা শেখে তা মুখে বলা থেকে বেশি, কাজে দেখে। অতএব, একজন বাবা-মা যেন নিজেরাই তাকওয়া, সময় ব্যবস্থাপনা ও সংযমের প্রতিচ্ছবি হন—এটাই সন্তানের কাছে জীবন্ত শিক্ষা।

ইসলামী শিক্ষার তিনটি স্তম্ভ

স্তর	মূল দায়িত্ব	কৌশল
বিশ্বাস ও চিন্তা	তাওহীদ, নবুয়ত, আখিরাত শিক্ষা	গল্প, দোআ, কুরআন পাঠ
চরিত্র ও মূল্যবোধ	আদব, দয়া, আমানতদারি	আদর্শ চর্চা, খেলাধুলার মাধ্যমে শিক্ষা
জ্ঞান ও দক্ষতা	আরবি, ইসলামী ইতিহাস, হালাল-হারাম	হোম স্কুলিং প্রজেক্ট, হিফজ, দীনী হালকাহ

শিশুরা আমানত—এবং আল্লাহর সামনে জবাবদিহির ক্ষেত্র

আল-গাযযালীর মতে, "শিশুর হৃদয় এক নিষ্পাপ, খালি ময়দানের মতো, যেখানে যেভাবে বপন করা হবে, সেভাবেই ফলন দেবে।"

অতএব, সন্তানদের মাঝে আল্লাহভীতি, আখিরাতের সচেতনতা, ও মানবিক গুণাবলী—এগুলো বাল্যকাল থেকেই শেখানোই হলো পিতামাতার প্রকৃত সফলতা।

ভবিষ্যতের উম্মাহ গঠনের প্রকল্প শুরু হয় ঘর থেকেই

আজকের শিশুই আগামী দিনের নেতা, গবেষক, দায়ী বা মুত্তাকি হবে—যদি তার ভিত্তি আল্লাহর প্রেম, রাসূল ﷺ এর আদর্শ, এবং জীবনের উদ্দেশ্য-সচেতনতায় গড়া হয়।

"Raising children is not just parenting; it's community-building with a vision for the akhirah."

৪.৪ পরিবারে শান্তি ও স্থিতিশীলতার পথনির্দেশ

ইসলাম পরিবারে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য **ক্ষমা, সহনশীলতা ও সদ্ব্যবহার** এর উপর জোর দেয়। পারিবারিক সমস্যার সমাধানে ইসলাম নির্দেশ করে সংলাপ ও শুরার পথ অবলম্বনের।

وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ

"তোমরা তাদের (স্ত্রীদের) সঙ্গে সুন্দর আচরণ করো।"[61]

এই আয়াত নির্দেশ করে যে, পারস্পরিক সম্পর্ক শুধু দায়িত্ব পালনের বিষয় নয়—বরং মানবিকতা ও দয়ার অনুশীলনও।

আল্লাহর ভয়, পারস্পরিক ভালোবাসা ও ধৈর্য পরিবারে স্থায়িত্ব আনে। রাসূল ﷺ পরিবারে কলহ নিরসনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তাঁর জীবনাচরণে।

পারিবারিক জীবন ইসলামের দৃষ্টিতে একটি পবিত্র এবং ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্কের মাধ্যম। যেখানে প্রতিটি সদস্য দায়িত্বশীল, পরস্পরের কল্যাণকামী ও আল্লাহভীরু। ইসলামী পারিবারিক ব্যবস্থাই পারে সমাজে নিরাপত্তা, নৈতিকতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে।

[61] সূরা নিসা, ৪: ১৯

ইসলামী জীবনবোধে পরিবার কেবল সামাজিক একক নয়—বরং এটি একটি ইবাদতের পরিসর, যেখানে শান্তি, সহানুভূতি ও দ্বীনদারিত্বই প্রধান চালিকাশক্তি। পারিবারিক সম্পর্কের টেকসই ভিত্তি গড়ে ওঠে পরস্পর শ্রদ্ধা, সংযম এবং আল্লাহভীতির উপর।

ইসলামের মূলনীতি: ক্ষমা ও সহনশীলতা

ইসলাম পরিবারের মধ্যে ক্ষোভ, দুঃখ বা মতবিরোধকে চিরস্থায়ী বিবাদের রূপ দিতে উৎসাহ দেয় না। বরং, *প্রথম করণীয় হিসেবে ক্ষমা* এবং *দ্বিতীয় করণীয় হিসেবে শুরা ও সংলাপকে* গুরুত্ব দেয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পরিবারিক জীবন ছিল এর জীবন্ত দৃষ্টান্ত—যেখানে কখনো ক্ষুদ্র মতানৈক্যও উদারতা ও হাসিমুখে মীমাংসিত হতো। তিনি বলেছেন:

"أفضَلُ المؤمنين إيمانًا أحسنُهم خُلقًا، وخيارُكم خيارُكم لنسائِهِم."

"সর্বোত্তম মু'মিন হলো সেই ব্যক্তি যার চরিত্র উত্তম। আর তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম হলো সেই ব্যক্তি যে তার স্ত্রীদের সাথে উত্তম আচরণ করে।"[62]

পরিবারে শান্তির মূলনীতি তিনটি স্তম্ভে গঠিত:

স্তম্ভ	ব্যাখ্যা	কৌশল
দয়া ও মাফ	অসন্তোষকে দমন করে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা	ব্যক্তিগত সময় নেওয়া, ইমোশন রেগুলেশন
সংলাপ ও শুরা	সমস্যা হলে মুখোমুখি না হয়ে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান	উইন-উইন অ্যাপ্রোচ, অ্যাকটিভ লিসেনিং
ঈমান ও তাকওয়া	আল্লাহর ভয় সম্পর্কের রন্ধ্রে ছড়িয়ে দেওয়া	পরিবারের সাথে সালাত, দুআ ও দীন আলোচনা

পরিবার: একটি মাইক্রো উম্মাহ

ইমাম আল-গাযযালী বলেন, "একটি পরিবারে যে শৃঙ্খলা ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা পায়, সেটাই সমাজ ও রাষ্ট্রের দিকে ছড়িয়ে পড়ে।" অর্থাৎ পরিবার হলো সমাজের প্রাথমিক মাদ্রাসা, যেখানে নৈতিকতা, দায়িত্ববোধ ও সমঝোতার শিক্ষা দেওয়া হয়।

---

62 *তিরমিযি*

যদি একটি পরিবারে সদস্যরা একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল হন, তাহলে বৃহৎ উম্মাহতেও শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা পাবে।

ভারসাম্যপূর্ণ পরিবার, ভারসাম্যপূর্ণ উম্মাহ

ইসলামী পারিবারিক দর্শন এমন এক ভারসাম্যপূর্ণ পথনির্দেশনা দেয়, যেখানে ভালোবাসা, তাকওয়া ও যৌক্তিকতা মিলে গঠিত হয় এক টেকসই জীবনব্যবস্থা। পারস্পরিক কল্যাণচিন্তা, দয়া ও আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরিচালিত পরিবারই পারে সমাজে নৈতিকতা, নিরাপত্তা ও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে।

৫. ইসলাম ও সামাজিক জীবন

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা যা শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক ইবাদত নয়, বরং একটি ন্যায়ভিত্তিক, মানবিক ও নৈতিক সমাজ গঠনের নির্দেশনা দেয়। ইসলামের সামাজিক বিধানসমূহ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে সাম্য, শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করতে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে।

৫.১ সমাজে ন্যায়বিচার ও মানবাধিকার

ইসলামে ন্যায়বিচার (العدل) সামাজিক জীবনের মেরুদণ্ড। কুরআনের বহু আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ন্যায়ের আদেশ দিয়েছেন।

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচার, সদাচরণ ও আত্মীয়দেরকে দান করার নির্দেশ দেন..."[63]

ন্যায়বিচার কেবল মুসলমানদের জন্য নয়—বরং অমুসলিম, শত্রু ও দুর্বলদের প্রতিও প্রযোজ্য:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا ۖ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

"কোনো জাতির প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদেরকে অবিচারে প্রবৃত্ত না করে। তোমরা ন্যায়বিচার করো; এটি তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী।"[64]

তুলনামূলক বিশ্লেষণ:

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো "আইনের শাসন" এবং "মানবাধিকার" বিষয়কে আলাদা বিভাগ হিসেবে বিবেচনা করে। পক্ষান্তরে ইসলাম ন্যায়বিচার ও মানবাধিকারকে ইবাদতের অংশরূপে স্থাপন করেছে। পশ্চিমা আইনে বিচার প্রায়ই শ্রেণি, সম্পদ বা রাজনীতির উপর নির্ভরশীল হয়, কিন্তু ইসলামে "নিজের প্রিয় হলেও যদি তা নিজের বিপক্ষে হয় তবুও সত্য বলো" (সূরা নিসা: ১৩৫)—এই নীতিই সর্বোচ্চ।

৫.২ প্রতিবেশী ও দরিদ্রের হক

সামাজিক বন্ধন মজবুত করতে ইসলাম প্রতিবেশীর প্রতি সদাচরণ এবং দরিদ্র-অসহায়দের প্রতি সহানুভূতির আহ্বান জানিয়েছে।

---

[63] সূরা নাহল, ১৬: ৯০

[64] সূরা নাহল, ১৬: ৯০

প্রতিবেশীর অধিকার:

...مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ

"জিবরাঈল (আ.) আমাকে প্রতিবেশীর ব্যাপারে এত বেশি উপদেশ দিয়েছেন যে, আমি মনে করেছিলাম তাকে ওয়ারিশ করা হবে।"[65]

দরিদ্রদের হক:

...وَآتُوا الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ

"আল্লাহর ভালবাসায়—আত্মীয়-স্বজন, এতিম, মিসকিন, মুসাফির ও ভিক্ষুকদেরকে সম্পদ প্রদান করো।"[66]

তুলনামূলক বিশ্লেষণ:

আধুনিক কল্যাণ রাষ্ট্রে সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান সরকার-নির্ভর। কিন্তু ইসলাম এই দায়িত্বকে শুধুমাত্র রাষ্ট্রের নয়—সমগ্র সমাজ ও প্রতিটি সক্ষম ব্যক্তির নৈতিক ও ধর্মীয় দায়িত্বরূপে নির্ধারণ করে।

৫.৩ সামাজিক ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যবাদ

ইসলাম ভ্রাতৃত্ব (أخوّة) এবং সাম্য (مساواة) প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্ববাসীর মাঝে একটি যৌথ মানবতা ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠা করে।

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

"নিশ্চয়ই মুসলিমগণ পরস্পরের ভাই।"[67]

...يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم

"হে মানবজাতি! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি..."[68]

---

[65] সহিহ বুখারী: ৬০১৪

[66] সূরা বাকারা, ২: ১৭৭

[67] সূরা হুজুরাত, ৪৯: ১০

[68] সূরা হুজুরাত, ৪৯: ১৩

"কোনো আরবের ওপর অনারবের, সাদার ওপর কালোর কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই—তাকওয়া ছাড়া।"[69]

তুলনামূলক বিশ্লেষণ:
যেখানে আধুনিক সমাজে জাতি, শ্রেণি, অর্থ বা রঙের ভিত্তিতে বৈষম্য তৈরি হয়, ইসলাম সেখানে আত্মিক ও নৈতিক বিশুদ্ধতাকে মানুষের মর্যাদার মাপকাঠি নির্ধারণ করেছে।

৫.৪ সমাজবিরোধী কার্য: ব্যভিচার, সুদ, ঘুষ নিষিদ্ধকরণ

ইসলাম সমাজের স্থিতি ও নৈতিকতা রক্ষার জন্য ব্যভিচার, সুদ, ঘুষ, চুরি, প্রতারণা ইত্যাদিকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে।

ব্যভিচার:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ

"তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না।"[70]

সুদ:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ

"আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং সদকা বাড়িয়ে দেন।"[71]

ঘুষ:

لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ

"আল্লাহ ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহীতাকে অভিশপ্ত করেছেন।"[72]

তুলনামূলক বিশ্লেষণ:
বর্তমানে সমাজে ঘুষ এবং ব্যভিচার সহ এসব অপরাধ আইনত নিষিদ্ধ হলেও বাস্তবে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি ও অনৈতিকতা বৈধতা পেয়ে যাচ্ছে। ইসলাম এর বিপরীতে মানুষকে আত্মশুদ্ধি ও আল্লাহভীতির মাধ্যমে অপরাধ থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে।

---

[69] বিদায় হজ্ব ভাষণ, ইবনে মাজাহ: ৩২৪৭

[70] সূরা বনী ইসরাইল, ১৭: ৩২

[71] সূরা বাকারা, ২: ২৭৬

[72] আবু দাউদ: ৩৫৮০

ইসলাম শুধু একটি ধর্ম নয়, বরং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ সামাজিক নীতি-নৈতিকতা ভিত্তিক জীবনব্যবস্থা। সামাজিক জীবনের প্রতিটি স্তরে ইসলাম ন্যায়, ভ্রাতৃত্ব, দানশীলতা, মর্যাদা ও নৈতিকতার ভিত্তিতে একটি সুস্থ ও মানবিক সমাজ গঠনের দিকনির্দেশনা দেয়।

"তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে—তোমরা ভালো কাজের আদেশ দাও, মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করো, আর আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখো।"[73]

[73] সূরা আলে ইমরান, ৩: ১১০

৬. ইসলাম ও অর্থনীতি

ইসলামে ধন-সম্পদের মধ্যে গরিবদের অধিকার নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। যাকাত একটি বাধ্যতামূলক সামাজিক কর, যার উদ্দেশ্য ধন-সম্পদের পুনর্বণ্টন।

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

"তাদের ধন-সম্পদে রয়েছে প্রার্থী ও বঞ্চিতের হক।"[74]

যাকাত ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ:

"ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পাঁচটি বিষয়ের উপর... তার মধ্যে একটি হলো যাকাত প্রদান।"[75]

৬.১ সদকার উপকারিতা:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ...

"যারা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ হলো একটি শস্যদানা, যা থেকে সাতটি শীষ হয় এবং প্রতিটি শীষে একশ করে দানা থাকে।"[76]

৬.২ দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা:

ইসলাম চায় সমাজে কেউ ক্ষুধার্ত না থাকে। ব্যক্তিগত দায়িত্বের পাশাপাশি রাষ্ট্রেরও দায়িত্ব হলো—গরিব, মিসকিন, এতিম, মুসাফিরদের প্রয়োজন পূরণ করা।

৬.৩ সুদের নিষিদ্ধকরণ ও ইসলামী ব্যাংকিং

ইসলাম সুদকে (রিবা) 'ঘৃণিত ও ধ্বংসাত্মক অর্থনৈতিক শোষণ' হিসেবে চিহ্নিত করে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا...

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের বাকি অংশ পরিত্যাগ করো।"[77]

---

[74] সূরা যারিয়াত, ৫১ : ১৯

[75] সহিহ বুখারী: ৮

[76] সূরা বাকারা, ২: ২৬১

[77] সূরা বাকারা, ২: ২৭৮

"যে ব্যক্তি সুদ খায়, সে কিয়ামতের দিন উন্মাদ ও উল্টো দাঁড়াবে।"[78]

৬.৪ ইসলামী ব্যাংকিং:

ইসলামী অর্থনীতিতে সুদের বিকল্প হলো **লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে অংশীদারিত্ব (মুদারাবা, মুশারাকা)**, **বাই' (বিক্রয়)** এবং **ইজারা (ইজারা সিস্টেমে লিজিং)**।

তুলনামূলক বিশ্লেষণ:

যেখানে প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থা সুদের মাধ্যমে ধনীকে আরও ধনী ও গরিবকে গরিব করে, ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ন্যায়সঙ্গত মুনাফা ও ঝুঁকি ভাগাভাগির মাধ্যমে অর্থনৈতিক ভারসাম্য ও নৈতিকতা রক্ষা করা হয়।

ইসলামী অর্থব্যবস্থা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধি নয়, বরং সামষ্টিক কল্যাণ, ন্যায় ও মানবিকতার ভিত্তিতে সমাজ গঠনের ব্যবস্থা। হালাল উপার্জন, যাকাত, সদকা ও সুদের নিষেধাজ্ঞা—এসবের মাধ্যমে ইসলাম একটি শোষণমুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত ও নৈতিকতাপূর্ণ অর্থনৈতিক কাঠামো উপহার দেয়।

"আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন: মানুষ যদি যাকাত না দেয়, তাহলে তাদের সম্পদ থেকে তা জোরপূর্বক আদায় করা হবে কিয়ামতের দিনে।"[79]

[78] সহিহ মুসলিম: ১৫৯৮

[79] সহিহ বুখারী: ১৪০৩

৭. ইসলাম ও রাজনীতি

৭.১ ইসলামে নেতৃত্ব ও শাসনের ধারণা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা যা নেতৃত্ব ও শাসন ব্যবস্থাকে আল্লাহর কর্তৃত্বের অধীনে রাখে। নেতৃত্ব শুধু ক্ষমতার কেন্দ্র নয়, বরং আল্লাহর নামে আমানত ও দায়িত্ব।

কুরআন স্পষ্টভাবে বলে:

إِنَّمَا الْمُلْكُ لِلَّهِ يُؤْتِي الْمُلْكَ مَن يَشَاءُ

"অসন্দেহে রাজত্ব আল্লাহরই; তিনি যাকে ইচ্ছা দেন ক্ষমতা প্রদান করেন।"[80]

এখানে নেতৃত্বের উৎস আল্লাহর নির্দেশ এবং শাসকের কর্তব্য আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন। সাহাবাদের যুগে (রাসূলুল্লাহ ﷺ-র পর) নেতৃত্ব ছিল খেলাফত, যেখানে খলিফা জনগণের পরামর্শ ও শরীয়াহর সীমাবদ্ধতায় শাসন করতেন।

৭.২ খেলাফত ও আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা: তুলনামূলক বিশ্লেষণ

খেলাফত ব্যবস্থা:

খেলাফত ছিল একক নেতা দ্বারা পরিচালিত, কিন্তু সেটি ছিল শূরার অধীনে, যেখানে উলামা ও জনসাধারণের মতামত গুরুত্ব পেত। খেলিফার ক্ষমতা সীমিত ছিল কুরআন-সুন্নাহ ও আইনের আওতায়। পরবর্তীতে চার খলিফার যুগে এর সুফল প্রতিফলিত হয়।

আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা:

আধুনিক রাষ্ট্র সাধারণত গণতান্ত্রিক, রিপাবলিক বা সংবিধানভিত্তিক। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধর্ম থেকে রাষ্ট্রীয় বিষয় আলাদা। যদিও কিছু মুসলিম দেশে ইসলামী শাসনব্যবস্থার নাম ব্যবহার হয়, সেখানে প্রথাগত খেলাফতের আদর্শ মেলেনা। আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা অধিকাংশ সময় ক্ষমতার বিভাজন, নাগরিক অধিকারের স্বীকৃতি ও সংবিধান ভিত্তিক হলেও, ইসলামী আইনের পূর্ণ বাস্তবায়ন প্রশ্নবিদ্ধ।

তুলনামূলক সমালোচনা:

[80] সূরা আল-ইমরান, ৩: ২৬

- খেলাফতে শাসকের ক্ষমতা সরাসরি আল্লাহ ও উম্মতের কাছে দায়বদ্ধ; আধুনিক রাষ্ট্রে পার্লামেন্ট ও সংবিধান।
- আধুনিক রাষ্ট্রে অধিকতর নাগরিক অধিকার ও গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ; খেলাফতে উলামা ও শরীয়াহর গুরুত্ব বেশি।
- আধুনিক রাষ্ট্রের বিচ্ছিন্নতা (ধর্ম ও রাষ্ট্র) ইসলামী রাজনীতিতে অনধিক গ্রহণযোগ্য নয়।

৭.৩ ইসলামি শাসন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ও চ্যালেঞ্জ

ইসলামী শাসন ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য:

- **আল্লাহর সার্বভৌমত্ব:** রাষ্ট্রের শাসন আল্লাহর শাসনাধীনে।
- **শূরা (পরামর্শ):** শাসনের মূল ভিত্তি,
  যেমন কুরআনে:

  وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

  "তাদের কাজকর্ম পরস্পরের পরামর্শক্রমে সম্পন্ন হয়।"[81]
- **ন্যায়বিচার:** শরীয়াহ অনুসারে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা।
- **আইনের শাসন ও সকলের জন্য সমান অধিকার।**
- **সাধারণ কল্যাণ ও দারিদ্র্য বিমোচন।**

সমালোচনামূলক পর্যবেক্ষণ:

- আধুনিক রাষ্ট্রে অধিকতর প্রতিষ্ঠান ও নিয়মাবলী থাকলেও ইসলামী শাসনে যিনি ক্ষমতায় থাকবেন তার নৈতিক ও দ্বীনি যোগ্যতা জরুরি। আধুনিক রাজনীতিতে ব্যক্তিগত আগ্রহের প্রাধান্য অনেক বেশি, যা ইসলামী নীতির পরিপন্থী।
- বর্তমান মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে খেলাফতের আদর্শ বাস্তবায়ন ব্যর্থ হয়েছে। রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অস্বচ্ছতা, কুশাসন ইত্যাদি সমস্যা প্রকট।
- আধুনিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো ইসলামি শাসনের কাঠামোর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা সে ব্যাপারে তর্ক বিদ্যমান।

৭.৪ রাজনৈতিক নৈতিকতা ও দায়িত্ব

ইসলামে শাসক ও নাগরিকদের জন্য রাজনৈতিক নৈতিকতা অপরিহার্য। শাসকের নৈতিক গুণাবলি যেমন:

- **তাকওয়া ও ন্যায়পরায়ণতা:**

---

[81] সূরা আশ-শূরা, ২৬:৩৮

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ

“হে বিশ্বাসীগণ! বিচারবিচারের জন্য প্রতিষ্ঠিত থেকো।”[82]

- **জনকল্যাণে কাজ করা।**
- **সততা ও আমানতদারি।**
- **পরামর্শ গ্রহণ ও ক্ষমতাবানদের দুর্নীতি থেকে বিরত থাকা।**

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"তোমাদের মধ্যে উত্তম শাসক হলেন যিনি তোমাদের ভালোবাসেন, তোমাদের ভালোবাসা পায় এবং তোমাদের জন্য দোয়া করে।"[83]

দায়িত্বের দিক থেকে:

- শাসককে জনগণের অধিকার রক্ষা করতে হবে।
- শাসক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে জনগণকে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ বা পরিবর্তনের অধিকার আছে।
- নাগরিকদেরও দায়িত্ব পালন অপরিহার্য, যেমন আইন মানা, নৈতিক জীবন যাপন।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা প্রণয়ন করেছে যেখানে নেতৃত্ব, শাসন ও নাগরিক দায়িত্ব সমানভাবে গুরুত্ব পায়। আধুনিক রাজনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে ইসলামী আদর্শের পার্থক্য ও মিল দুটোই বিদ্যমান। বাস্তবিক দিক থেকে, ইসলামের শাসন ব্যবস্থা মানবাধিকার, ন্যায়বিচার ও নৈতিকতার উচ্চ মান প্রতিষ্ঠার জন্য এক অভূতপূর্ব মডেল, তবে আধুনিক মুসলিম রাষ্ট্রগুলো তার আদর্শ থেকে অনেক দূরে।

[82] সূরা আন-নিসা, ৪: ১৩৫

[83] সহিহ মুসলিম: ১৮৫৫

৮. ইসলাম ও বিজ্ঞান

৮.১ কুরআনে বিজ্ঞান সম্পর্কিত দিকনির্দেশনা

ইসলাম ধর্ম কেবল আধ্যাত্মিক বা সামাজিক জীবনই নয়, বরং বিজ্ঞানের প্রতি গভীর আগ্রহ এবং অনুসন্ধানের আহ্বান জানিয়েছে। কুরআনে বহু আয়াতে সৃষ্টির সূক্ষ্ম জটিলতা, প্রকৃতি, মহাকাশ ও জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নির্দেশনা রয়েছে, যা আধুনিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সঙ্গে সম্পৃক্ত।

وَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ

"নিশ্চয়ই আমরা ছয় দিনে আকাশ-পাতাল সৃষ্টি করেছি এবং তাতে একটুও ক্লান্তি আমাদের স্পর্শ করেনি।"[84]

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, সৃষ্টি একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনার অধীনে সম্পন্ন হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞানের মতবাদেও সৃষ্টির জটিলতা ও নিয়মকানুন রয়েছে।

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ

"আকাশকে আমরা শক্তিশালী হাতে নির্মাণ করেছি এবং আমরা নিশ্চয়ই প্রসারক।"[85]

কুরআনে সৃষ্টির নানা দিক যেমন:

- মানব সৃষ্টির বিভিন্ন পর্যায় (সূরা আল-মুমিনুন: ১২-১৪)
- জীবজন্তুর সৃষ্টি ও প্রজনন
- বৃষ্টির চক্র ও জলবায়ুর পরিবর্তন
- উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের বিবর্তন ও কার্যক্রম

এসব আধুনিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পূর্বাভাস হিসেবে বিবেচিত হয়।

يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ

"আকাশ-পাতালের সকল সৃষ্টিই প্রতিদিন তাঁর কাছে প্রশ্ন তোলে; তিনি সর্বদা কর্মরত থাকেন।"[86]

---

[84] সূরা স্বদ, ৩৮: ৩৭

[85] সূরা আয-যারিয়াত, ৫১: ৪৭

[86] সূরা আর রহমান, ৫৫: ২৯

এখানে সৃষ্টির নিয়মিত ক্রিয়া-প্রক্রিয়া ও আল্লাহর সুসমন্বিত ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে।

৮.২ মুসলিম বিজ্ঞানীদের অবদান

ইসলামের “ইলম” বা জ্ঞান অর্জনের প্রতি উৎসাহ থেকে মধ্যযুগে মুসলিম বিশ্বের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে অপূর্ব অগ্রগতি হয়। ইসলামী সভ্যতার “স্বর্ণযুগ” হিসাবে পরিচিত এই সময়কালে অসংখ্য বিজ্ঞানী ও পণ্ডিত নতুন আবিষ্কার ও তত্ত্ব উপস্থাপন করেন।

কিছু প্রধান মুসলিম বিজ্ঞানীর অবদান:

- **ইবনে সিনা (আবু আলি আল-হুসাইন ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সিনা):**
ফার্সি চিকিৎসাবিজ্ঞানী, যিনি আধুনিক ফার্মাকোলজি ও মেডিসিনের ভিত্তি স্থাপন করেন। তাঁর গ্রন্থ "আল-কানুন ফি আল-তিব" (কানুন ফিল মেডিসিন) ইউরোপের অনেক বছর পাঠ্যপুস্তক ছিল।

- **আল-খওয়ারিজ্মি:**
গণিত ও অ্যালজেব্রার পিতা, যিনি “অ্যালগরিদম” এবং “অ্যালজেব্রা” শাস্ত্রের সূচনা করেন। তাঁর কাজ আধুনিক কম্পিউটার বিজ্ঞান ও গণিতের ভিত্তি।
- **আল-রাসিদ:**
জ্যোতির্বিজ্ঞান ও রসায়নে অসাধারণ অবদান, বায়ুর ওজন নিরূপণ ও গ্যালিলিওর কাজের পূর্বসূরী।
- **আল-জাহিজ:**
জীববিজ্ঞানের প্রাথমিক তত্ত্ব বিশ্লেষণ ও পরিবেশ ও প্রাণীদের পারস্পরিক সম্পর্কের আলোচনা।
- **ইবনে আল-হায়থম (আলহাজেন):** আধুনিক অপটিক্সের পিতা, আলো ও দর্শনের উপর মৌলিক গবেষণা।

মুসলিম পণ্ডিতরা গ্রীক, ভারতীয় ও পারস্য বিজ্ঞানকে সংরক্ষণ ও প্রসারিত করেন, নতুন আবিষ্কার করেন এবং ইউরোপীয় রেনেসাঁর ভিত্তি স্থাপন করেন।

৮.৩ আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে ইসলামের সামঞ্জস্য

আজকের দিনে অনেকেই প্রশ্ন করেন, ইসলাম কি আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ? এখানে আমরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি বিশ্লেষণ করব।

- **বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও কুরআন:** কুরআনে জ্ঞান অর্জনের জন্য চিন্তাভাবনা, পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধানের নির্দেশ রয়েছে।

  قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

  "বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে?"[87]

- **বিজ্ঞান ও ঈমানের সমন্বয়:** ইসলামে বিজ্ঞান ও ঈমান পরস্পরের পরিপূরক। বিজ্ঞান আল্লাহর সৃষ্টি বুঝতে সাহায্য করে এবং ঈমান তাকে পূর্ণতা দেয়।

- **বিজ্ঞান ও ধর্মের দ্বন্দ্ব:** ইসলাম ধর্ম কখনোই বিজ্ঞানের অগ্রগতির বাধা নয়; বরং বিজ্ঞানের ভুল ব্যাখ্যা বা মিসইন্টারপ্রিটেশনের কারণে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। উদাহরণস্বরূপ, আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি আস্থা রেখে আধুনিক জীববিজ্ঞানের বিবর্তন তত্ত্বকে অনেক পণ্ডিত ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখেন।

- **দর্শন ও উদ্দেশ্য:** বিজ্ঞান 'কিভাবে' প্রশ্নের উত্তর দেয়, ইসলাম 'কেন' প্রশ্নের। বিজ্ঞান বিজ্ঞানের সীমায়, ইসলাম মূল্যবোধ ও নৈতিকতা প্রদান করে।

৮.৪ পরিবেশ রক্ষা ও বিজ্ঞান চর্চায় ইসলামের উৎসাহ

ইসলাম প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল। আল্লাহ পৃথিবীকে মানুষ ব্যবহারের জন্য উপহার দিয়েছেন, কিন্তু তার যথার্থ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণও জোরালোভাবে আদেশ করেছেন।

وَلاَ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا

"পৃথিবীতে উন্নতির পরে ফাসাদ সৃষ্টি করো না।"[88]

পরিবেশ রক্ষা শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক দায়িত্ব নয়, বৈজ্ঞানিক ও নৈতিক কর্তব্যও।

---

[87] সূরা আয যুমার, ৩৯: ৯

[88] সূরা আল-আরাফ, ৭: ৫৬

ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে:

- **প্রাকৃতিক সম্পদের সঠিক ব্যবহার ও সংরক্ষণ।**
- **অত্যাধিক উৎসাহিত করা হয়েছে বৃক্ষরোপণ ও পশুপাখির প্রতি সহানুভূতি।**
- **জল ও বায়ুর দূষণ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ।**
- **দূষণ রোধে প্রযুক্তির ব্যবহার ও নতুন আবিষ্কারের উৎসাহ।**

মুসলিম সভ্যতার ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তে যেমন জল ব্যবস্থাপনা, বাঁধ নির্মাণ, বনায়ন ও কৃষির উন্নয়ন বিদ্যমান।

ইসলাম ও বিজ্ঞান পরস্পরের পরিপূরক। কুরআন মানুষের জ্ঞানচর্চা ও অনুসন্ধানের জন্য উদ্বুদ্ধ করে, মুসলিম বিজ্ঞানীরা সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইতিহাসে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি এনে দিয়েছেন। আধুনিক যুগেও ইসলামের নৈতিক ও দার্শনিক বোধ বিজ্ঞানকে পথপ্রদর্শক হতে পারে। পরিবেশ রক্ষা ও টেকসই উন্নয়নে ইসলাম এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, যা আজকের বিশ্বে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

৯. ইসলাম ও আধুনিক জীবন

৯.১ আধুনিক প্রযুক্তি ও ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলাম মানব সভ্যতার কল্যাণের জন্য প্রযুক্তির উন্নয়নকে উৎসাহিত করে, তবে এটি মানব মূল্যবোধের সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। কুরআনে আল্লাহ মানুষকে বুদ্ধি ও জ্ঞান দিয়েছেন, যার মাধ্যমে তিনি বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন করার আহ্বান দিয়েছেন।

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا

"আর আল্লাহ আদমকে সবকিছু নাম শিখিয়েছেন।"[89]

ইসলামি চিন্তাবিদরা মনে করেন প্রযুক্তি মানুষকে আল্লাহর সৃষ্টি বুঝতে, জীবনমান উন্নত করতে এবং সমাজে ন্যায়-সমতা প্রতিষ্ঠায় কাজে লাগে। কিন্তু প্রযুক্তির অপব্যবহার যেমন ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘন, অনৈতিক কন্টেন্ট সৃষ্টি ইত্যাদি নিষিদ্ধ।

৯.২ মিডিয়া ও বিনোদনে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

মিডিয়া আধুনিক সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ, তবে ইসলামে মিডিয়ার উদ্দেশ্য হল সত্য প্রকাশ ও সুশিক্ষা দেওয়া। কুরআনে বারংবার সততা, নৈতিকতা ও পরিপাটি ভাষার নির্দেশ রয়েছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ

"হে ঈমানদারগণ, সন্দেহের অনেক অংশ থেকে দূরে থাকো, কারণ কিছু সন্দেহ পাপ।"[90]

বিনোদনেও সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যেমন যা ধর্মীয় নৈতিকতার বিরুদ্ধে যায়, অশ্লীলতা বা সময় নষ্ট করে তা বর্জনীয়।

৯.৩ নারী অধিকার ও ইসলাম

ইসলাম নারীদের মর্যাদা, অধিকার ও নিরাপত্তার ব্যাপারে যুগান্তকারী ভূমিকা নিয়েছে। কুরআনে নারী-পুরুষের মৌলিক অধিকারের কথা উল্লেখ রয়েছে।

وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ

"পুরুষদের জন্য তাদের অর্জিত সম্পদের অংশ এবং নারীদের জন্য তাদের অর্জিত সম্পদের

[89] সূরা আল বাকারা, ২ : ৩১

[90] সূরা আল হুজুরাত, ৪৯: ১২

অংশ রয়েছে।"[91]

আধুনিক জীবনে নারীদের শিক্ষার অধিকার, কাজের সুযোগ ও পরিবারে সম্মান বজায় রাখার ইসলামী ভিত্তি রয়েছে। তবে ইসলামে পারস্পরিক সম্মান ও দায়িত্ব পালন করার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি।

৯.৪ বিশ্বায়ন ও ইসলাম

বিশ্বায়নের যুগে ধর্ম ও সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ঘটে, যেখানে ইসলাম সমপ্রীতির শিক্ষা দেয়। কুরআনে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের কথা বর্ণিত।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
"হে মানুষেরা, নিশ্চয় আমরা তোমাদের এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের জাতি ও ক্ববিলায় ভাগ করেছি যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনো।"[92]

ইসলাম বিশ্বায়নের নেতিবাচক প্রভাব যেমন নৈতিক অবক্ষয় ও সাংস্কৃতিক শোষণ থেকে সতর্ক, তবে বৈশ্বিক সহযোগিতা ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় উৎসাহী।

[91] সূরা আন-নিসা, ৪: ৩২

[92] সূরা হুজুরাত, ৪৯: ১৩